যুগান্তর

তারিখ 11 APR 2014
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

মির্জাপুরে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে পরীক্ষা নিচ্ছেন মাধ্যমিক শিক্ষকরা

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে মির্জাপুর উপজেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বছরে দুটি পরীক্ষার পরিবর্তে তিনটি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছেন। মির্জাপুর উপজেলা শিক্ষক সমিতি অনিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রায় ১৫ দিন ক্লাস বন্ধ রেখে 'অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন' নামে এই অবৈধ পরীক্ষা নিতে শিক্ষকদের বাধ্য করছেন বলে জানা গেছে। এদিকে শিক্ষক সমিতির কতিপয় কর্মকর্তা এবং দালাল চক্র শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করে অবৈধভাবে বই পাঠ্য করে ও প্রশ্নপত্রের ব্যবসা করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। অপরদিকে পরীক্ষার ফিসের নামে শিক্ষকরা প্রতি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে ৩শ' টাকা করে নিয়ে বিপুল অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন বলে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছেন। অনেক অভিভাবক এই ফিসের টাকা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, বর্তমান সরকার ২০১৩ সাল থেকে মাধ্যমিকস্তরে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার চাপ থেকে মুক্ত রাখতে বছরে তিনটি পরীক্ষার পরিবর্তে দুটি পরীক্ষা নেয়ার নিয়ম চালু করে। পরীক্ষা দুটি হল অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা। এর একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে জুন মাসের দিকে এবং অপরটি হবে ডিসেম্বরে। এই দুটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র স্ব স্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তৈরি করে পরীক্ষা গ্রহণ করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু মির্জাপুর উপজেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপজেলা শিক্ষক সমিতির নির্দেশে সরকার নির্ধারিত দুটি পরীক্ষার পরিবর্তে তিনটি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। এর প্রথম পরীক্ষাটি মঙ্গলবার থেকে উপজেলার অর্ধশতাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে। শিক্ষক সমিতির কাছ থেকে প্রশ্নপত্র কিনে এনে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। সমিতির কতিপয় কর্মকর্তা ও দালাল চক্র প্রশ্নপত্র বিক্রি করে প্রতিবছর লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মির্জাপুর উপজেলায় ৫১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে।

মির্জাপুর সদরের পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আলেয়া বেগম বলেন, সমিতি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। তবে পরীক্ষার প্রশ্ন বাবদ তার বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সমিতিকে ৩০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। মির্জাপুর উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও রশিদ দেওহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদুর রহমান জানিয়েছেন, এ পরীক্ষাটি অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পরীক্ষা হিসেবে নেয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে মির্জাপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শহিদুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, শিক্ষকরা কি কারণে কি পরীক্ষা নিচ্ছেন আমি তার কিছুই জানি না।